বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.bhb.gov.bd

স্মারক নম্বর-২৪.০৫.০০০০.৫১৩.৩২.২৯১.১৬-৪১০

তারিখঃ ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।
০১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

অফিস আদেশ

যেহেতু, জনাব আরাধন সাহা, দক্ষবুনন সাহায্যকারী, তাঁত প্রশিক্ষণ উপ-কেন্দ্র, বেড়া, পাবনায় গত ২৯.০৭.২০১২ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেন। অতঃপর তাঁকে যথাক্রমে তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র বেড়া, পাবনার ০২.১২.২০১৪ তারিখের ৯১৪ নং এবং বাতাঁবোর ২৪.০৪.২০১৭ তারিখের ২২৪ নং স্মারকে উক্ত তাঁত প্রশিক্ষণ উপ-কেন্দ্রের হিসাব রক্ষক/কোষাধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত দায়িত্ব পালনকালে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করে কোন দিন দুপুর ১২ টায় অফিসে এসে বেলা ০২ টায় অফিস ত্যাগের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত অফিসে আগমন ও প্রস্থান করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে অফিসের প্রয়োজনে তাঁর সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন কেটে দিয়ে বন্ধ রাখেন। তিনি গত ১৭.১০.২০২১, ৩১.১০.২০২১ ও ০৪.১০.২০২১ খ্রিঃ তারিখ অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপিস্থিত থাকেন এবং ৩১.১০.২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুমোদিত অনুপস্থিতির দায়ে হাজিরা খাতায় তাঁকে অনুপস্থিত/এবসেন্ট করা হলে তিনি তা ফ্লুইড দিয়ে মুছে স্বাক্ষর করেন। তাছাড়া, তিনি যথাক্রমে গত নভেম্বর, ২০২০মাসে ৩০.১১.২০২০ ও ১৭.১১.২০২০ ,০৯.১১.২০২০ ,০৮.১১.২০২০ ,০৫.১১.২০২০ হতে ০২.১১.২০২০তারিখে মোট ০৮ দিন; ডিসেম্বর, ২০২০ মাসে ০১.১২.২০২০ হতে ০৩.১২.২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৩ দিন; জানুয়ারি, ২০২১ মাসে ১০.০১.২০২১ হতে ১৪.০১.২০২১ পর্যন্ত মোট ০৫ দিন; ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাসে ০৯.০২.২০২১ ও ১০.০২.২০২১ তারিখ মোট ০২ দিন; মার্চ, ২০২১ মাসে ০৯.০৩.২০২১ হতে ১১.০৩.২০২১, ১৪.০৩.২০২১, ১৫.০৩.২০২১, ১৮.০৩.২০২১ ও ২১.০৩.২০২১ তারিখ মোট ০৭ দিন; এপ্রিল, ২০২১ মাসে ০১.০৪.২০২১, ০৮.০৪.২০২১, ও ২১.০৪.২০২১ তারিখ মোট ০৩ দিন এবং জুন, ২০২১ মাসে ২০.০৬.২০২১, ২২.০৬.২০২১ হতে ২৪.০৬.২০২১, ২৭.০৬.২০২১ ও ২৮.০৬.২০২১ তারিখ মোট ০৬ দিনসহ সর্বমোট ৩৪ (চৌত্রিশ) দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন।

যেহেতু, **দ্বিতীয়তঃ** তিনি গত ০৯.০৩.২০২১ ও ১০.০৩.২০২১ খ্রিঃ তারিখ কেন্দ্র প্রধানকে না জানিয়ে অননুমোদিতভাবে অফিসে অনুপস্থিত থাকার কারণে প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক উপকরণ ক্রয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

যেহেতু, **তৃতীয়তঃ** তাঁকে কেন্দ্র প্রধান কর্তৃক মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করে উপস্থাপনের নিমিত্ত দাখিলের জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় সংক্রান্ত মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক হিসাব দাখিল করেননি এবং কেন্দ্রের বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস ও সংবাদপত্র বিল প্রতি মাসে পরিশোধ করে যথাযথ প্রমাণক উপস্থাপন করার জন্য যথাক্রমে বাতাঁবোর ১৫.০৭.২০২১ তারিখের ২১ নং ও ২৯.০৮.২০২১ তারিখের ৩৯ নং স্মারকে তাঁকে ব্যাখ্যা তলবসহ তাগিদ পত্র দেয়া হলেও তিনি তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি।

যেহেতু, **চতুর্থতঃ** তিনি বাতাঁবোর প্রধান কার্যালয় হতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও সংবাদপত্র বিল বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রাপ্তির পরও যথাসময়ে উক্ত বিলসমূহ পরিশোধ না করে বিলম্বে পরিশোধ করেন এবং পরিশোধকৃত বিলের কপি প্রমানক হিসেবে উপস্থাপনসহ লেজারে পোস্টিং না দেয়ার উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হলেও তিনি তার যথাযথ জবাব প্রদান করতে পারেননি। তাছাড়া, প্রতি মাসের বেতন-ভাতা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও সংবাদপত্র বিলের কপি নথিতে নোটিংপূর্বক সংরক্ষণ এবং মালামাল ক্রয়ের বিলসহ অন্যান্য বিল হতে নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তনপূর্বক যথাসময়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমাদানের প্রমাণক সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্র প্রধান কর্তৃক তাঁকে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি তা পালন করেননি।

যেহেতু, **পঞ্চমতঃ** তিনি কেন্দ্র প্রধানের নির্দেশ অমান্য করে অর্থ উত্তোলন করা সত্বেও কেন্দ্রের ০৬ (ছয়) মাসের বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিলসহ ৪৬ (ছেচল্লিশ) মাসের টেলিফোন বিল যথাসময়ে পরিশোধ করেননি এবং এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রও দাখিল না করায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের উপক্রম হয়েছিল।

যেহেতু, **ষষ্ঠতঃ** তিনি কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রহরী, অফিস সহায়ক এবং মাষ্টার ডায়ার এর বিভিন্ন বিল অনুমোদিত হওয়ার পরেও সময়মতো পরিশোধ করেন না, কর্মচারীদের অধিকাল ভাতার বিল তৈরি করে সঠিক সময়ে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন না, অফিসের আলমারির ০২টি তালা ক্রয় বাবদ ৮০০/-টাকার অনুমোদিত বিল অদ্যাবধি পরিশোধ করেননি। তাছাড়া, তাঁর অনুপস্থিতির কারণে প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় বাবদ অনুমোদিত অর্থ উত্তোলন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্যক্তিগত তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করে প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় করতে হয়।

যেহেতু, **সপ্তমতঃ** কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মে, ২০২১ মাসের বেতন-ভাতা স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাব নম্বরে স্থানান্তর করার সময় দেখা যায় কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট হিসাব নম্বরে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নেই এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ০৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে ৫৫,৩৫৪/- টাকা প্রধান কার্যালয় থেকে কেন্দ্রের হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হলেও পরের দিন অর্থাৎ ০৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে ৬,৫০০/- টাকা ও ১,৩০,০০০/- টাকা এবং ০৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ ৪,০০০/- টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তৎপরবর্তী কয়েক মাসের স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রধান কার্যালয় থেকে অর্থ না আসলেও অর্থ উত্তোলন করা হয়। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি কোনো জবাব দিতে পারেননি, ঐ সময়ের ব্যাংক হিসাব ও নথিপত্র দাখিল করার কথা বলা হলেও তিনি তা দেখাতে পারেননি এবং হিসাব দাখিল না করে বিভিন্ন অযুহাতে অফিসে অনুপস্থিত থাকায় উক্ত কেন্দ্রের প্রশিক্ষকের ধারণা তিনি ব্যাংক স্বাক্ষর নকল করে উক্ত অর্থ উত্তোলন করেছেন এবং

যেহেতু, **অষ্টমতঃ** তিনি কেন্দ্রের কর্মচারীদের ঈদ-উল-আযহা এর উৎসব ভাতা বাবদ অর্থ এবং জনাব আতিয়ার রহমান, নিরাপত্তা প্রহরীর অধিকাল ভাতা বাবদ অর্থ গত ০৮.০৭.২০২১ তারিখে স্ব-স্ব হিসাব নম্বরে স্থানান্তরের জন্য একটি চিঠি স্বাক্ষর করে ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, বেড়া শাখা বরাবর প্রেরণ করে স্ব-স্ব হিসাব নম্বরে উক্ত অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা না করে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজে উক্ত উৎসব ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ গোপনে উত্তোলন করেন। তাছাড়া, তিনি গত ১২.০৭.২০২১ তারিখে জনাব আতিয়ার রহমান, নিরাপত্তার প্রহরীর অধিকাল ভাতা বাবদ অর্থ তার নিজস্ব হিসাব নম্বরে স্থানান্তর না করে গোপনে উক্ত অর্থও উত্তোলন করে জনাব আতিয়ার রহমান, নিরাপত্তা প্রহরীকে প্রদান না করে ব্যাংক থেকে পলায়ন করেন এবং তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ রাখেন।

যেহেতু, **নবমতঃ** গত ১৬.১০.২০২১ খ্রিঃ থেকে ১৯.১০.২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অত্র কেন্দ্রের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের সম্পাদিত বাতাঁবোর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় দেখা যায় তিনি ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত অর্থবাবদ ৬,০৪,২৩৬/- (ছয় লক্ষ চার হাজার দুইশত ছত্রিশ) টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ, পুরতন মালামাল বিক্রয়বাবদ ১২,৪০০/- (বার হাজার চারশত) টাকা আত্মসাৎ এবং ভবিষ্য তহবিল ঋণের কিস্তিবাবদ ৪৬,৭০০/- (ছেচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা আত্মসাৎ করেন; এবং

যেহেতু, **দশমতঃ** অত্র কেন্দ্রের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাকালে কেন্দ্রের ব্যাংক বই, ক্যাশ বই ও ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনা করে কিছু অস্বাভাবিক লেনদেন ও তথ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৪.০৮.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে কেন্দ্রের ব্যাংক বইতে কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল ও ঋণের কিস্তিবাবদ ৮৩,৭৫৪/- টাকা উত্তোলন দেখানো হয়েছে কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে উক্ত অর্থের বিবরণ নেই। কেন্দ্রের ব্যাংক হিসাবে ০৭.১০.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১৭,০০০/- টাকা, ২৭.০২.২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৫,০০০/- টাকা, এবং ০৩.০৬.২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৫,০০০/- টাকা, ২৮.০১.২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৫০০/- টাকা এবং ১৩.০৪.২০২১খ্রিঃ তারিখে ৮,০০০/- টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু প্রধান কার্যালয় হতে বর্ণিত অর্থ প্রেরণ করা হয়নি; যেহেতু তিনি অত্র কেন্দ্রে হিসাবরক্ষক/কোষাধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন সেহেতু এর দায় তার উপরও বর্তায়;

সেহেতু, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১ এর ৪১ নং বিধি অনুযায়ী তাকে **'সাময়িক বরখাস্ত'** করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি সরকারি বিধি মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কর্মচারীর সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ দিদারুল আলম
(উপসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোনঃ ৫৮১৫২৮৯৮
E-mail: director.admin@bhb.gov.bd

বিতরণঃ
জনাব আরাধন সাহা
দক্ষবুনন সাহায্যকারী
তাঁত প্রশিক্ষণ উপ-কেন্দ্র, বেড়া, পাবনা।

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)
১। সদস্য (এসএন্ডএম/অর্থ/পরিঃ ও বাস্তঃ/ওএন্ডএম), বাতাঁবো, ঢাকা।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী ও আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাতাঁবো, ঢাকা।
[নোটিশটি বাতাঁবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]।
৩। সমন্বয় কর্মকর্তা, বাতাঁবো, ঢাকা (চেয়ারম্যান, বাতাঁবো মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অফিস কপি।